

জঙ্গল

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশঙ্করচন্দ্র পাণ্ডিত।

ভাঃ এন. এল. পালের

স্বদেশীয় সাহিত্য

(স্বদেশীয় সাহিত্যের অগ্রগতি বঙ্গদেশে।)

এই দিন সেবন করিতেই হল বৃষ্টিতে
পরিবেশে। বিশেষতঃ মালভাগের
হাট হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে
সার বাবু হাট বন্ধ। প্রীতি ও যত্ন
সংযুক্ত অর্থে ইহা মঙ্গলকর নায় কাণ্ড
করে। বৃষ্টিতে শিশি ১০/০ আন।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রক্তমাংস

জঙ্গল সংবাদ

কলিকাতা সংবাদে নতুন বারিক মুদ্রা ২০ হতে ৩০ টাকায়। নগর
২০ হইবে। যে সংখ্যার লিখা হইবে তাহার বিজ্ঞাপন মূল্য হইবে
নগর মূল্য ১/০ আন। বাহ্যিক মূল্য ২/০ আন।

কলিকাতা সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য ১০/০ আন।
এক মাসের জন্য ৩০/০ আন। তিন মাসের জন্য ৮০/০ আন।
এক বছরের জন্য ২০০/০ আন।

কলিকাতা সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য ১০/০ আন।
এক মাসের জন্য ৩০/০ আন। তিন মাসের জন্য ৮০/০ আন।
এক বছরের জন্য ২০০/০ আন।

১১শ সংখ্যা। ১০ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি ১৩২৯, ইংরাজী 26th July 1922



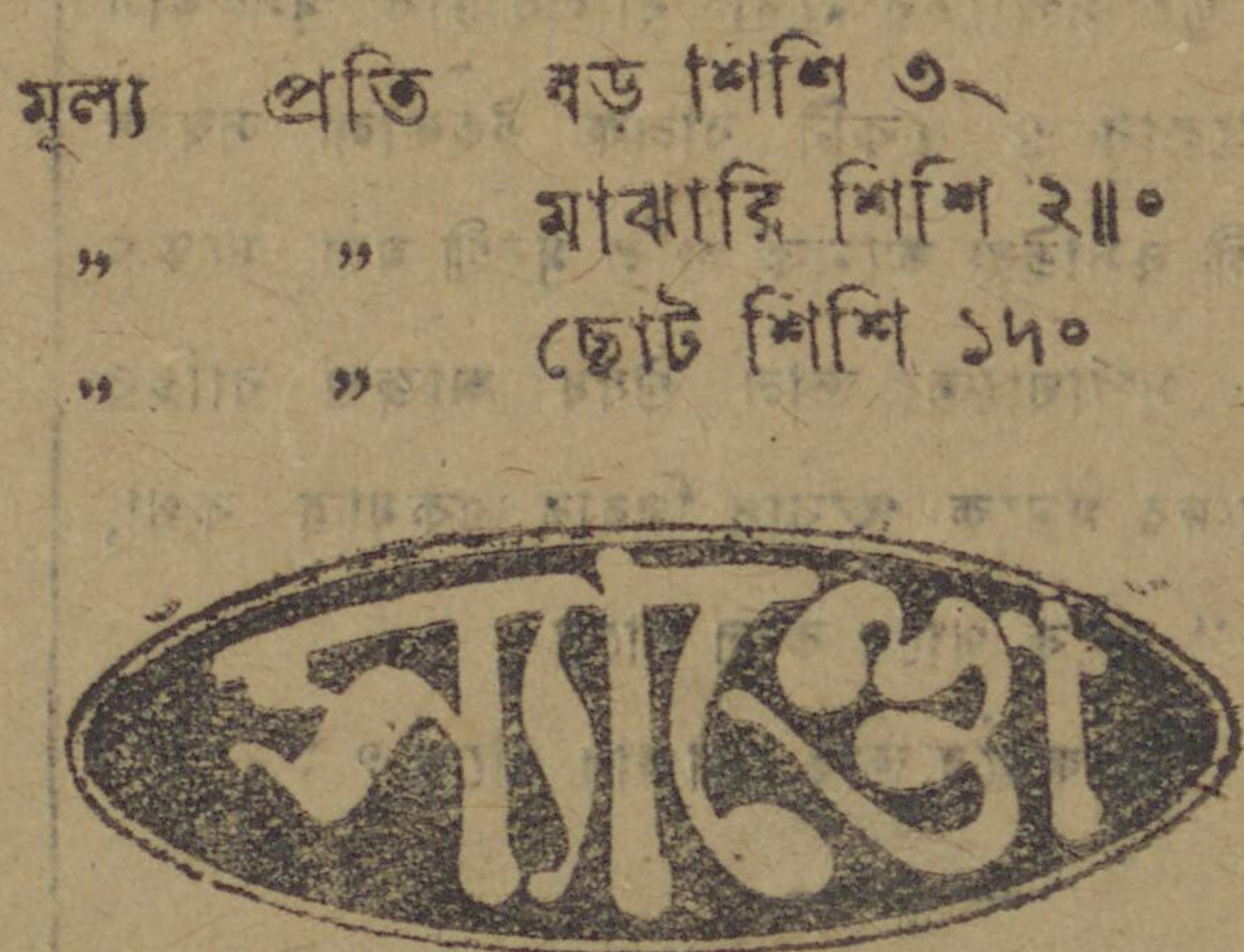
দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান
যে।
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অতিশয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।
আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশি ১/০ এক টাকা; মাগুলাদি ১/০ ছয় আনা। তিন শিশি ২/০ দুই টাকা চারি আনা;
মাগুলাদি ৬০ বার আনা ডজন ৯/০ নয় টাকা মাগুলাদি স্বতন্ত্র।

হিলিংবাম

গত ২১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্বপ্রকার মেহ রোগের সর্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ
বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও
পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।
ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।
হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা
আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরা
ইয়া দেয়। শ্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।
হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ মারে, রোগ
চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার
হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই স্বার্থা
পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এম,—কর্নেল কে. পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এক,
আর, সি, এম, ইত্যাদি পোঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এম
এতদ্বিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ব ভাসিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।



স্বর্ণযচিত সালস—স্বাভাবিক দৌর্বল্যের মহৌষধ। পারদ,
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদৃষ্টিতে অব্যর্থ।
অসংখ্য স্বাভাবিক দৌর্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম
পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাটো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত
দৌষ ও স্যাটো নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন
যৌবন সঞ্চার হয়। থোস, পাঁচড়া দাণ্ড, অর্শ, কাউর, বাস্ত আমবাত, যদি কাশি সমস্তই স্যাটো
সেবনে নিবারিত হয়।
শ্রীলোকের স্বতন্ত্র গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী শত্ৰু, ঋতুকালীন জ্বালা ও বাধা সমস্ত
উপসর্গে স্যাটো যাত্নমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২/০ ; ৩টা একত্রে ৫/০
ডাক মাগুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকরিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকরিষ্ট ঋষিদের উর্ধ্ব মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহাঔষধ। শ্রীশঙ্করচন্দ্র পাণ্ডিত ব্যাধিসমূহে
ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শাস্তি-
সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকরিষ্টে" রমণীর ক্ষমতা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—
আর বক্ষা রমণী, বক্ষাত্তর দারুণ নিগাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকরিষ্ট" ব্যবস্থা
করিয়া আমরা অনেক সন্তান-মহিলাকে রুচ্ছ সাধা রমণী স্থূলত সাংস্কারিক ব্যাধির কবল হইতে
বিস্তৃত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শাস্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিনী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটা পবিত্র
ব্রত ও কর্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রই "অশোকরিষ্ট" লইয়া
ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাগুলা ... ১/০ নয় আনা।

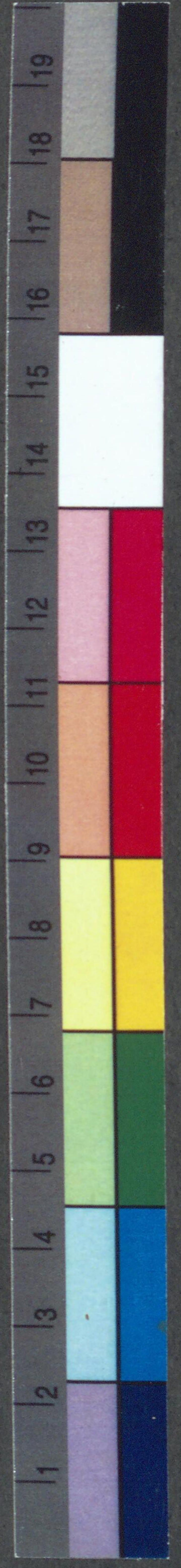
হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মহাশয়ের রোগিণের অবস্থা অর্ধ আনার টিকিটসহ আমুপুর্কিক লিখিয়া পাঠাইলে,
আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং
শুধ্ৰুচিত্ত মকরন্ধক, মৃগনাতি প্রভৃতি সর্বাঙ্গ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
আমুপুর্কিক ঔষধালয়।
১৯১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কোয়টস।
১৪৮, বহুবাজার প্ৰীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা



টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাত্তোদীপক অন্তর্করণ। মূল্য মাত্র ১০ এক আনা। ৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুৰ সংবাদ অফিস।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ। (মুর্শিদাবাদ)

সর্কেডে: দেবেভো: নম:



জঙ্গিপুৰ সংবাদ।

১০ই শ্রাবণ বৃহবার ১৩২২ সাল।

জঙ্গিপুৰ খেয়া ঘাট।

জঙ্গিপুৰ মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় খেয়াঘাট ৩টা। একটা সহরের মধ্যে ও অপরটা সহরের দক্ষিণ প্রান্তে সহরের কাছে লোকজন পারাপার হয় ও বাহিরের চাটে গো-গাড়ী ইত্যাদি পার হইয়া থাকে। পূর্বে বৎসর যে ইজারদার ঘাট লইয়াছিলেন এ বৎসরও তিনিই লইয়াছেন। এবারে ঘাটে বেশ একটা বেহেন্দোবস্ত উপলব্ধি হইতেছে নাকি? বাহিরের অর্থাৎ গাড়ী পার করা ঘাটটিতে একখানি মাত্র মোকা চলিতেছে। গো-গাড়ী গাড়োয়ানদিগকে পারে ঘাইবার জন্য অনেক সময়ে উদয়গিরি অস্থগিরি অপেক্ষা করিতে হইতেছে। মানুষ পার হওয়া ঘাটে যে নৌকাতে মানুষ পার হইতেছে সেই নৌকাতে গরু ঘোড়া পার হইতেছে। ইজারদার মহাশয় বোধহয় বুঝিয়াছেন যে এখানকার গরু মানুষে কোন তফাৎ নাই তাই এক নৌকাই পার করিয়া উভয় শ্রীবেদ সমস্ত প্রমাণ করিতেছেন। চেয়ারম্যান বাবু বিবিবার ও ছুটির দিন ভিন্ন প্রত্যহই এই ঘাটে পার হন। ইচ্ছাই আমাদের ভরসা, তিনি স্বচক্ষেই সমস্ত দেখিতে পান নিশ্চয়ই অচিরাৎ একটা সুব্যবস্থা করিবেন।

সর্পাঘাত।

এবারে অনেক মহা প্রাণীর সর্পাঘাতে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে বাগিচাটার মুসলমান পাতার একটা শ্রীলোক ও একটা বালক ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। মুহগী বসাইয়া অনেক গুলি মূবগী মরা সত্ত্বেও বোগী ধাচিলা না। সর্পাঘাতের ভাল ঔষধ আজও বাহির হইল না। আমাদের মনকে প্রবোধ দিবার একমাত্র কথা,

“ যাকে খাবে কাল সাপে
কি করবে তার রোজার বাপে ? ”

সহরে জ্বর।

আজ কাল কোন গৃহস্থের বাটীতে দুইটা তিনটা বা ততোধিক জ্বর রোগী দেখা যাইতেছে। এই তো ম্যালেরিয়ায় মরমুম আরম্ভ হইল। এইবারে পুরোনো ধর্ম ধাম লাগে আর ঠিক। আমাদের আর ভাবনা কি। আমরা তো ম্যালেরিয়ার বাঁধা মক্কেল। যখন ইচ্ছা তখনই ধর আপত্তিটা করিব না। তবে হরিভক্তগণ যেমন গায়,—

“পালায়ে পালায়ে শমন
নিতাই হরির নাম এনেছে”

আমরাও তেমনি গাহিতে পারি,—

“পালায়ে পালায়ে ম্যালেরিয়া
এবার ডেনে জল ঢুকেছে”।

মুর্শিদাবাদ ডিপ্লীক্ট বোর্ডের সভা নির্বাচন।

নিম্নলিখিত মহকুমা হইতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ মুর্শিদাবাদ ডিপ্লীক্টবোর্ডের সভা নির্বাচিত হইয়াছেন। এখানে গভর্নমেন্ট মনোনয়ন যে সকল সভা নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগের লইয়া কৃতন ডিপ্লীক্টবোর্ড সংগঠিত হইবে এবং ২২পরে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। যত শীঘ্র বোর্ড সংগঠিত হইবে ততই এ জেলার পক্ষে মঙ্গল। দেখা যাইতেছে যে হিন্দু সভ্য অপেক্ষা মুসলমান ভ্রাতাদের সংখ্যাধিক্য যেন কিছু বেশী হইয়াছে।

সদর লোকাল বোর্ড হইতে—

মোঃ আবদার শামাদ বি. এ,
মুন্সি ফৈয়াজুদ্দিন সরকার
বাবু ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায়
মোঃ মহম্মদ গোলাম পঞ্জাতন
শেখ মহম্মদ আব্দুল মিনা

কান্দী হইতে—

রাজা মুনীরচন্দ্র সিংহ এম. বি,
বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ বানার্জি বি. এল,
বাবু শরৎকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক
মোঃ হাজি খন্দকার মহম্মদ হোসেন

কাশি হইতে—

রাজা বাহাদুর কপেন্দ্রনাথায়ণ রায় বি. এ,
বাবু স্বরেন্দ্রনাথায়ণ সিংহ এম. এল, সি,
কাজি মোজুদ্দিন

জঙ্গিপুৰ হইতে—

মোঃ সৈয়দ আব্দুল কজল
মুন্সি বোগদাদ নিখাদ
ডাঃ সাখাউ হোসেন
বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথায়ণ চৌধুরী।

সদর লোকাল বোর্ড হইতে মাননীয় স্মার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, কে. সি, আই. টি, পাতঞ্জল ও শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন সেন মহোদয় বোর্ডের মেম্বর নির্বাচিত হন নাই।

জঙ্গিপুৰে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ।

গত শুক্রবার বৈকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মাথা শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় মুর্শিদাবাদ কংগ্রেস কমিটির মণীন্দ্র বাবুকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গিপুৰ শুলভাগমন করিয়াছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে জঙ্গিপুৰে রাজা বিজয় সিংহের কুঠীর নিকটস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে এক সভা আহৃত হয়। জঙ্গিপুৰ কংগ্রেস কমিটির মেম্বরেটোরী হেমন্ত বাবু সভাপতি হইয়াছিলেন। মণীন্দ্র বাবু ও নাগ মহাশয় সাধারণকে খন্দর পরিবার জুখ ও চরকা চালাইবার উপদেশ দিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় শ্রমশান বৈরাগ্যের মত চাকলা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু তারপর যার যেমন মন তেমনি হওয়াও বিচিত্র নহে। পরদিন শনিবার প্রাতে রঘুনাথগঞ্জের অননুমুয়া কুঠির চরকা ও তাঁত দেখিয়া চটার ট্রেণে জঙ্গি ত্যাগ করিয়াছেন।

ধান ও বান।

এবার রপ্তিতে রপ্তিতে ভাঙুই ধাত বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। বাহাও বা

হইয়াছিল গঙ্গার বন্যায় তাহাও বুঝি তলাইয়া যায়। শ্রাবণের প্রারম্ভেই এবার অর্থাৎ বৎসরের মত বন্যা হইল।

ম্যালেরিয়া নাশক ডেন।

ডাক্তার বেটলীর প্রবর্তিত ‘এন্টিম্যালেরিয়া’ ডেনের ভিতরে জল প্রবেশ করিয়াছে। জলের এই প্রথম যুক্তিতেই জঙ্গিপুৰের মির্জাপাড়া ডুবুডুবু। অপরিস্রা কিং ভবিষ্যতি। ধৌতি প্রকরণ দ্বারা মেলেরিয়ার জনক মশক নিধন করাই এই ডেনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘর বাড়ী পতন নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য নহে। জঙ্গিপুৰের কোন কোন পল্লীবাশী রোগশূন্য হইতে গিয়া গৃহ শূন্য হন ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কর্তৃপক্ষ নেক মজর করুন যেন পোকা মরিতে এঁড়ে না মরে।

দেশের জন্য প্রায়োপবেশন।

সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ স্বামী ৫জন সহকর্মীসহ দেশের মঙ্গলের জন্ত গত ২৮শে আষাঢ় হইতে প্রায়োপবেশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিতেছি নাকি এমন শতাব্দিক সন্ন্যাসী এই ব্রত উদ্ঘাপনের জন্ত প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা বত্রিকালে মাত্র এক পাত্র গরম জল খাইয়া দিনের পর দিন কাটাতেছেন। সন্ন্যাসীগণের এই প্রাণের আবেদন কি হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিকট বিফল হইবে? সন্ন্যাসীগণের এইরূপে আত্মবলির দাম কি দেশদ্রোহীদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবে?

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম. বি.

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক।

সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাস্বাধীন প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

বাবতীয় দ্রব্রোণ ও ত্রাব্রোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্ধারণ পূর্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ডায়নাম ও এন্টিটক্সিন আদি ইনজেক্সন ও ঔষধ প্রয়োগ

করত: আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের

অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই

দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত—নিজ বাসাবাটা ৫০ত হারশ মুখার্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত—মেডিকেল বোর্ড

১৯৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,

কলিকাতা।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।
নীলামের দিন ১৮ই আগষ্ট ১৯২২।

—:—

- ১৪৫ খাং ডিঃ নিরঞ্জমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালক পক্ষে অলি হাতা ব্রিনয়নী দেবী দেঃ জাহিদ মোমিন দাবি ১৫০০ পং মঙ্গলপুর মোঃ সেরপুর ১০০০ কাত ১৬৩০০ আঃ ১০
- ১৮৫ খাং ডিঃ স্বরশতী দেবী দেঃ যতীন্দ্রম মঙ্গল সিং দাবি ১৩০০০ পং মঙ্গলপুর হিহাব ১০০ আনা মোঃ চাঁচল ৭০০ কাত ৩০/১০০ আঃ ১০
- ১৮১ খাং ডিঃ এজাম বিবি ও তৈয়ব মঙ্গল দেঃ হরি গোপাল ভঞ্জ সিং দাবি ১২০/০ পং গণকর মোঃ নওশাবা ১৬০ কাত ২০/১০ আঃ ২০
- ১৭৯ খাং ডিঃ গোকুল চন্দ্র রায় সিং দেঃ ফকরুল সেখ সিং দাবি ২৬০/০ পং গণকর মোঃ খিদিরপুর ১২০০/১০ কাত ১৩৬১০০ আঃ ৫০
- ১৭৫ খাং ডিঃ ঐ দেঃ গৌর বাহিক দাবি ২৫০/৬ পং গণকর মোঃ গুজুবপুর ১৩০/০ কাত ৩/১৩৬০ আঃ ৫
- ১৭৪ খাং ডিঃ ঐ দেঃ অমলা মারি দাবি ১২০/০ পং ঐ মোঃ রাঘবেন্দ্রবটী ১২ কাত ১০/০ আঃ ৫
- ১৩৪ খাং ডিঃ ভুবদারন দেব ঠাকুর পক্ষে সেবাইত কুমার চন্দ্র বড়াল সিং দেঃ যতপতি রায় সিং দাবি ৪৮ পং গণকর মোঃ চাঁচলপাড়া ৫/০ কাত ৭০/১২ আঃ ৬
- ১৩৭ খাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ৩৮০/০ পং ঐ মোঃ ঐ ৩০ কাত ৫০/১৭ আঃ ৭
- ১৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ৪৭০/০ পং দেওয়ান নাই মোঃ পশুচাঁওর কাত ৭০/০ আঃ ৭
- ১৩৫ খাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ৬৮০/০ পং দেওয়ান নাই মোঃ ভূমিহর ৬/০ কাত ১১ আঃ ৬
- ২৩৬ মনি ডিঃ মধুসূদন সাহা দেঃ ভূখু সেখ দাবি ২০৬ পং কুজুর-প্রতাপ মোঃ কাকুরিয়া ১০ কাত ৩০/৪ আঃ ২৫
- ২৪০ পেটী ডিঃ মঞ্জু নাকনী দাসী দেঃ হরেন্দ্র নায়ায়ণ চট্টোপাধ্যায় দাবি ৩২৬৯ পং গণকর মোঃ ভূমিহর নিস্তর ২০ কাত— আঃ ২৪
- ১৬৭ মনি ডিঃ কান্তিক রাম ভক্ত দেঃ আনাদি সেখ দাবি ৭৩৪৬/৬ পং কুজুরপুর মোঃ কলাইডাঙ্গা ৫৬০০ কাত ৪১/১৪ আঃ ১৫০ ২। পং কাকুরিয়া মোঃ আলিপুর ৩৬০০ কাত ৫০ আঃ ১৫০
- ১৩৫ রেহাণ ডিঃ মধুসূদন সাহা দেঃ খোসবর সেখ সিং দাবি ১৪৮৬/৬ পং রাজসাহী মোঃ মহাস্থানপুর ১০ কাত ১ আঃ ১৫ ২। ঐ পরগণাদিতে ১৩ কাত ১০/১৫ আঃ ২৫

ডাকাতির সংখ্যা।

—:—

১৯২১ মালে মে মাসে সারা বাঙ্গালা দেশে ৭৫টি ডাকাতি হয়ে ছিল। গত মে মাসে ১০৯টি ও জুন মাসে ৯০টি। আর এই জুলাই মাসে এক সপ্তাহের মধ্যে ১২টি ডাকাতি হয়েছে। তাহলে দেখা যায়, ডাকাতির সংখ্যা বেশ বেড়েছে। এতদিন নয়, সরকার বাহাদুরের কর্মচারীরা নন-কো নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন, এখন ত কোমর বেঁধে তাদের শরবার জন্ম লাগতে পারেন। সনাতন।

স্থান পরিবর্তন।

—:—

রঘুনাথগঞ্জের কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত তাঁহার সাবেক বাসা হইতে এক্ষণে পুরাতন ডাকঘরের দক্ষিণ ও মধুবাবু উকীলের বাটার উত্তরে পাকা ঘরে উঠিয়া আসিয়াছেন সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন।

কেন ?

